দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JUN 30 1999
পৃষ্ঠা ১ কলাম 2

বুয়েটে অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতি

আনোয়ার আলদীন ॥ আপগ্রেডেশন ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) ব্যাপক অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতি চলিতেছে। নীতিমালা ভঙ্গ করিয়া সকল পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণী ও 'পাস' প্রাপ্ত ১৮ জন কর্মকর্তার পদ আপগ্রেড করা হইয়াছে। অপরদিকে পদোন্নতির কোন নীতিমালা না থাকায় বুয়েটের ১২ শতাধিক কর্মকর্তা-কর্মকারীর

(২য় পৃষ্ঠায় ৫-এর কঃ দ্রঃ)

বুয়েটে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পদোন্নতির ক্ষেত্রে চলিতেছে স্বেচ্ছাচারিতা। অনিয়মের ফলে দেওয়ানগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ অফিসের সাবেক কেরানী পর্যন্ত বুয়েটের একটি পরিদপ্তরের সহকারী পরিচালক হইয়াছেন। যিনি ম্যাট্রিকে তৃতীয়, এইচএসসিতে 'পাস' এবং বিকম-এ ৩য় বিভাগধারী।

জানা গিয়াছে, ১৯৯১ সালে ইউজিসির নীতিমালার আলোকে বুয়েটের অফিসারদের জন্য সিন্ডিকেট একটি আপগ্রেডেশন নীতিমালা অনুমোদন করে। পরে কতিপয় অফিসার আবেদন করেন। কিন্তু আবেদনকারীদের প্রায় সকলেই তৃতীয় শ্রেণী ও'পাস' ডিগ্রীধারী হওয়ার কারণে তৎকালীন ভিসি প্রফেসর মোহাম্মদ শাহজাহান তাহাদের আপগ্রেড করিতে সম্মত হন নাই। আবেদনকারীদের সকলেই বুয়েটে এল জুনিয়র এসিস্ট্যেন্ট, হেড এসিস্টেন্ট, এলডিএ, জুনিয়র একাউন্টেন্ট প্রভৃতি পদে যোগদান করিয়াছিলেন। শিক্ষকদের আন্দোলনের মুখে ভিসি ডঃ মোহাম্মদ শাহজাহানের অব্যাহতিদানের পর ডঃ ইকবাল মাহমুদ নূতন ভিসি হিসাবে যোগদান করেন। বিভিন্ন মহল হইতে অব্যাহত তদ্বির ও চাপের মুখে এই ভিসি নীতিমালা লংঘন করিয়া ঐ আবেদনকারীদের পদসমূহকে আপগ্রেড করেন। ফলে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে ৯ জন সহকারী রেজিষ্ট্রার, সহকারী পরিচালক, রিসার্স অফিসার রাতারাতি উপ-পরিচালকের পদ লাভ করেন। ফলে প্রশাসনে সৃষ্টি হয় বিশৃংখলা ও অসন্তোষ। উপ-রেজিষ্ট্রারের একটি স্থায়ী পদ খালি থাকা অবস্থায় কোন কর্মকর্তার পদই আপগ্রেডের যোগ্য না হইলেও রেজিষ্ট্রার অফিসের ২ জন সহকারী রেজিষ্ট্রার আপগ্রেডেশনের সুযোগ পাইয়াছেন। এই কর্মকর্তাদের একজন তৃতীয় শ্রেণী ও 'পাস' প্রাপ্ত স্নাতক ডিগ্রীধারী। অপরজন মাস্টার্স ডিগ্রীধারী হইলেও সকল পরীক্ষায় তিনি ৩য় শ্রেণীপ্রাপ্ত। কেবল আপগ্রেডেশনই নয়, পদোন্নতির ক্ষেত্রেও তাহাদের চাইতে অধিক শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীকে নির্বাচিত করা হয় নাই। বুয়েটের উপ-রেজিষ্টার পদটি গত ৪ বছর ধরিয়া খালি পড়িয়া আছে। এই পদটির জন্য ২ দফা সাক্ষাৎকার হইলেও 'উপযুক্ত কাহাকেও পাওয়া যায় নাই'—এমন মন্তব্য করিয়া বারবার নিয়োগ করা হইতে বিরত থাকা হইয়াছে। বুয়েটের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসের একজন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেওয়ার জন্য রাতারাতি উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের একটি স্থায়ী পদ সৃষ্টি করা হয় এবং যথারীতি পদোন্নতি দেওয়া হয়। অথচ তিনি বুয়েটে যোগদান করিয়াছিলেন এলডিএ হিসাবে। এই কর্মকর্তা স্নাতক পর্যন্ত ৩টি পরীক্ষায়ই তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত। একইভাবে প্রকৌশল অফিসে একজন উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীকে স্বজনপ্রীতির আশ্রয় নিয়া কার্যনির্বাহী প্রকৌশলী পদে নিয়োগদান করা হইয়াছে। এই প্রকৌশলী উপ-রেজিষ্ট্রার পদের জন্য মৌখিক পরীক্ষা দিতে বুয়েটে আসিয়াছিলেন। একজন সাবেক ভিসির আত্মীয় হওয়ার কারণে ঐ ব্যক্তিকে পরীক্ষার দিনই নজিরবিহীনভাবে কার্যনির্বাহী পদ সৃষ্টি করিয়া এই পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।

জানা যায়, বুয়েটের অফিসার্স এসোসিয়েশনের দাবীর মুখে ১৯৯৫ সালে তৎকালীন ভিসি অফিসার- কর্মচারীদের পদোন্নতির নীতিমালা প্রণয়নের জন্য প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক আলমগীর মুজিবুল হককে চেয়ারম্যান করিয়া ৬ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেন। উহার পর ৪ বছর অতিক্রান্ত হইয়াছে, কিন্তু কমিটির রিপোর্ট আর আলোর মুখ দেখে নাই।

এই ব্যাপারে বুয়েটের ভিসি প্রফেসর নূরউদ্দিন আহমেদ বলেন, এই সকল বিষয় আমার দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে হইয়াছে। আমার সময়ে হয় নাই। সুতরাং আমাকে ইহা দেখিতে হইবে।